এই খন্ডে যা আছে

প্রকাশকের কথা	৭
সম্পাদকের নিবেদন	৯
সাইয়েদ কুতুব শহীদঃ একটি মহাজীবন	১৫
আল কোরআনের সাথে আমার সম্পর্ক (সাইয়েদ কুতুব শহীদ)	২২
আগামী বিপ্লবের ঘোষণাপত্র (সাইয়েদ কুতুব শহীদ)	২৬
মূল গ্রন্থের ভূমিকা ঃ 'কোরআনের ছায়াতলে'	৩২
সূরা আল ফাতেহা	৪২
সূরা আল বাকারার সংক্ষিপ্ত আলোচনা	৫০
মদীনায় হিজরতের কারণ	৫২
মোমেনদের বৈশিষ্ট	৫৫
কাফেরদের প্রসংগ	৫৫
মোনাফেকদের প্রসংগ	৫৬
ইহুদীদের ভূমিকা	৫৭
কোরআনের মো'জেযা	৫৮
মুসলিম উম্মাহর পুনর্গঠন	৫৯
সূরাটির সূচনা ও সমাপ্তির সাদৃশ্য	৬২
অনূবাদ (আয়াত ১-৩৯)	৬৪
আল কোরআন-মোত্তাকীদের পথনির্দেশিকা	৭১
মোত্তকীদের বৈশিষ্ট	৭২
মোত্তাকীদের সফলতা	৭৬
কাফেরদের পরিচয়	৭৬
মোনাফেকদের পরিচয়	৭৭
সমগ্র মানব জাতির প্রতি আহবান	৮৩
সন্দেহপোষণকারীদের প্রতি চ্যালেঞ্জ	৮৫
বেহেশতের দৃশ্য	৮৭
ফাসেকদের বিবরণ	৯০
আল্লাহর অবাধ্যতায় বিস্ময় প্রকাশ	৯২
আদম (আ.)–এর সৃষ্টি ও তার খেলাফত	৯৫
মানুষের জ্ঞানগত শ্রেষ্ঠত্ব	৯৭
আদম (আ.)–এর সম্মান, পদস্খলন ও ইবলীসের পতন	৯৮
আল্লাহর খলীফা হিসেবে মানুষ	১০২
গুনাহ ও তওবা	১০৪
অনুবাদ (আয়াত ৪০-৭৪)	১০৫
ইহুদীদের চক্রান্ত	১১২
ইহুদীদের ইতিহাস	১১৬

মুসলমানদের দুর্দশা ও তার কারণ	১১৯
ইসলামী সংগঠনে কর্মীদের প্রস্তুতি	১২০
আল্লাহর নেয়ামত ও ইহুদীদের কুফরী	১২২
ইহুদীদের হঠকারীতা	১৩২
গাভী যবাইর ঘটনা	১৩৩
অনূবাদ (আয়াত ৭৫-১০৩)	১৩৭
তাফসীর (আয়াত ৭৫-১০৩)	১৪৪
তৎকালীন মোমেনদের অবস্থা	১৪৫
ইহুদী প্রসংগ	১৪৭
ব্যক্তির পাপপূণ্যই বিচার্য	১৪৮
ইহুদীদের প্রতিশ্রুতি ভংগ	১৫০
মোহাম্মদ (স.)-এর সাথে ইহুদীদের প্রতারণা	১৫৩
ইহুদীদের ন্যাক্কারজনক গলাবাজী	১৫৭
তাদের জঘন্য চরিত্র	১৫৯
ইহুদীদের মাঝে যাদুপ্রীতি	১৬২
যাদু প্রসংগে আরো কিছু কথা	১৬৪
অনূবাদ (আয়াত ১০৪-১৪১)	১৬৭
তাফসীর (আয়াত ১০৪-১৪১)	১৭৫
ইহুদীদের শিষ্টাচার বিবর্জিত আচরণ	১৭৭
নাসেখ মানসুখ সম্পর্কে কোরআনের ব্যাখ্যা	১৭৮
ইহুদীদের ষড়যন্ত্র	১৮০
ইহুদী নাসারাদের গলাবাজী	১৮১
ইহুদী খৃষ্টানদের ঝগড়া	১৮২
কেবলা পরিবর্তন প্রেক্ষাপটে ইহুদীদের অপপ্রচার	১৮৩
ইহুদী খৃষ্টানদের ভ্রান্ত আকিদা	১৮৪
নির্ভেজাল তাওহীদ	১৮৫
ইহুদী মোশরেকদের অমূলক দাবী	১৮৬
আদর্শিক সংঘাত	১৮৮
ইবরাহীম (আ.)-এর অনুসারী	১৯০
ইমামত প্রসংগে কোরআন	১৯২
কাবাঘর প্রতিষ্ঠার ইতিহাস	১৯৫
ইবরাহীম (আ.)-এর দোয়া	১৯৬
রসূল পাঠানোর জন্যে বিশেষ দোয়া	১৯৮

প্রকাশকের কথা

আল্লাহ তাবারকা ওয়া তায়ালার হাজার শোকর, এক সুদীর্ঘ প্রতীক্ষার পর এই শতকের ক্ষণজন্মা ইসলামী চিন্তানায়ক সাইয়েদ কুতুব শহীদ-এর বিশ্ববিখ্যাত তাফসীর 'ফী যিলালিল কোরআন'-এর বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হলো। ৫ বছরের চাইতে কিছুটা কম সময়ের ভেতর আল্লাহ তায়ালা যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ (সর্বমোট ২২ খন্ডে সমাপ্ত) এই তাফসীরের অনুবাদ প্রকাশনার কাজ শেষ করার যে তাওফীক আমাদের দান করেছেন তার জন্যে আমরা একান্ত বিনয়ের সাথে আল্লাহ তায়ালার কৃতজ্ঞতা জানাই। (প্রথম প্রকাশনা অনুষ্ঠান ৬ জানুয়ারী ৯৫ ও সমাপনী অনুষ্ঠান ১২ই মে ২০০০)

'ফী যিলালিল কোরআন' ও তার প্রণেতা সাইয়েদ কুতুব শহীদ-এর পরিচয় আজকের ইসলামী বিশ্বে নতুন করে দেয়ার অবকাশ নেই। আমরা শুধু এটুকুই বলতে পারি যে, ইসলাম প্রতিষ্ঠার মহান সংগ্রামে শহীদ কুতুবের নাম যেমনি চিরস্মরণীয় হয়ে আছে, তেমনি তাঁর রচিত তাফসীর 'ফী যিলালিল কোরআন'ও অনন্তকাল ধরে কোরআন অনুধাবনের ক্ষেত্রে একটি 'মাইলফলক' হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে।

পৃথিবীর ২৫ কোটির বেশী লোক যে ভাষায় কথা বলে, যে ভাষার স্থান বিশ্ব ভাষার দরবারে পঞ্চম, সে ভাষায় কোরআনের এই সেরা তাফসীর গ্রন্থটির অনুবাদ বহু আগেই প্রকাশ হওয়া উচিত ছিলো। বিগত দু'-তিন দশকে অনেক উৎসাহী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান এই দুরূহ কাজের একাধিক উদ্যোগও গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু নানা কারণে কোনো উদ্যোগই বাস্তবায়িত হতে পারেনি। আল্লাহ তায়ালা আমাদের মতো কতিপয় গুনাহগার বান্দাকে যে তাঁর এ মহান খেদমতের জন্যে নির্বাচিত করেছেন সে জন্যে তাঁর দরবারে আবারও গভীর কৃতজ্ঞতা আদায় করি।

'ফী যিলালিল কোরআন'-এর কঠিন অনুবাদ, জটিল সম্পাদনা সর্বোপরি ব্যয়বহুল প্রকাশনা নিসন্দেহে আমাদের জন্যে ছিলো একটি সাহসী পদক্ষেপ, বলতে গেলে এর সবটুকুই ছিলো একটি আবেগ তাড়িত সিদ্ধান্ত। কিন্তু কোনো দ্বীনি 'জোশের' পেছনে যে কিছু দুনিয়াবী 'হুশ'ও প্রয়োজন, তা আমরা প্রথম দিকে টেরই করতে পারিনি। টের যখন পেলাম তখন আমাদের পথ চলা প্রায় শেষ হয়ে গেছে। আল্লাহ তায়ালার হাজার শোকর, যাত্রার শুরুতে তিনি যদি এর বাণিজ্যিক ঝুঁকির কথাটি আমাকে ভুলিয়ে না রাখতেন তাহলে এই তাফসীরের বাংলা অনুবাদ প্রকাশনার এই উদ্যোগটি কোনোদিনই সফল হতে পারতো না।

তাফসীর 'ফী যিলালিল কোরআন' বাংলাদেশের সর্বশ্রেণীর বুদ্ধিজীবীমহল ও ওলামায়ে কেরাম তথা কোরআনের পাঠকদের মাঝে যে পরিমাণ সাড়া জাগাতে সক্ষম হয়েছে, তা দেখে আমরা সত্যিই আনন্দে অভিভূত হয়ে গেছি। দেশের শীর্ষস্থানীয় ইসলামী চিন্তাবিদরা এই তাফসীরটির ব্যাপারে যে মূল্যবান অভিমত প্রকাশ করেছেন, তার প্রতিটি বাক্যই উল্লেখ করার মতো। বিশেষ করে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন মোফাসসেরে কোরআন মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী, মনীষী বুদ্ধিজীবী জাতীয় অধ্যাপক মরহুম সৈয়দ আলী আহ্সান, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ-এর চেয়ারম্যান, সাবেক সচিব শাহ আবদুল হান্নান, বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদের খতীব আমার শ্রদ্ধেয় ওস্তাদ মাওলানা ওবায়দুল হক–এ দেশবরেণ্য চিন্তাবিদদের সবাই আমাদের উদ্বোধনীসহ বিভিন্ন অনুষ্ঠানে হাযির হয়েছেন। অনেকেই আবার ব্যক্তিগতভাবে আমাদের বাংলাদেশ অফিসে এসে আমাদের এই প্রকল্পের জন্যে দোয়া করে গেছেন। আমি তাদের প্রতি গভীরভাবে কৃতজ্ঞ।

সূরা আল ফাতেহা

আয়াত ৭ রুকু ১

মক্কায় অবতীর্ণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ② الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ③ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ④

اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ⑤ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ⑥ صِرَاطَ

الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ⑦

রুকু ১

১. রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে–

২. সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার জন্যে– তিনি সৃষ্টিকুলের মালিক, ৩. তিনি পরম দয়ালু, অতি মেহেরবান, ৪. তিনি বিচার দিনের মালিক। ৫. (হে মালিক,) আমরা তোমারই বন্দেগী করি এবং তোমারই সাহায্য চাই। ৬. তুমি আমাদের (সরল ও) অবিচল পথটি দেখিয়ে দাও, ৭. তাদের পথ– যাদের ওপর তুমি অনুগ্রহ করেছো। তাদের (পথ) নয়, যাদের ওপর অভিশাপ দেয়া হয়েছে এবং (তাদের পথও নয়) যারা পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে।

তাফসীর

সাত আয়াত বিশিষ্ট এই ছোট সূরাটিকে প্রতিটি মুসলমান ব্যক্তি দৈনিক কমপক্ষে ১৭ বার নামাযে তেলাওয়াত করেন। যদি এর সাথে কিছু সুন্নত ও নফল পড়া হয় তাহলে এই সংখ্যা অবশ্য আরো বেশী হবে। এই সূরা তেলাওয়াত করা ছাড়া নামায শুদ্ধ হয় না। কেননা সহীহ বোখারী ও মুসলিম শরীফে উবাদা বিন সামেতের বর্ণনা রয়েছে, 'সূরা ফাতেহার তেলাওয়াত ছাড়া নামায শুদ্ধ নয়।'

এই সূরায় ইসলামী আকিদা ও ধ্যান ধারণার মৌলিক অংশগুলো বর্ণনা করা হয়েছে এবং ইসলামী আকিদার মাধ্যমে লালিত চিন্তা ও অনুষ্ঠানের রাস্তাসমূহকে পরিস্ফূটিত করা হয়েছে। এ থেকে এটাও পরিষ্কার হয়ে যায় যে, এই সূরার তেলাওয়াত প্রতিটি রাকায়াতেই জরুরী এবং এই বিষয়ের দিকেও ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে যে, এই সূরার তেলাওয়াত ছাড়া নামায কেন শুদ্ধ হয় না।

'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' নিয়ে মতবিরোধ আছে। কেউ বলছেন এটি সূরা ফাতেহার অন্তর্ভুক্ত। আবার কেউ বলছেন সামগ্রিকভাবে এটি কোরআন শরীফের এমনি একটি আয়াত,

প্রতিটি সূরাই এ দিয়ে শুরু করা হয়েছে। সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য হচ্ছে এটি সূরা ফাতেহারই অন্তর্ভুক্ত। একে নিয়েই সূরা ফাতেহার আয়াত সংখ্যা ৭-এ দাঁড়ায়, কেননা কোরআনে পাকের এরশাদ,

'আমি অবশ্যই তোমাকে বার বার পঠিত (আয়াত) থেকে সাত (আয়াত) বিশিষ্ট একটি সূরা ও মহান গ্রন্থ কোরআন দান করেছি'। এ দিয়ে সর্বসম্মতিক্রমে সূরা ফাতেহাকেই বুঝানো হয়েছে। আল্লাহ তায়ালার নামে সব কাজ শুরু করা ইসলামের সামাজিক ব্যবস্থা ও শিষ্টাচারের এমন একটি মৌলিক ভিত, যার শিক্ষা নবী করিম (সা.) তাঁর প্রথম ওহীতে (ইকরা বিসমে রাব্বেকা) প্রদান করা হয়েছে এবং আল্লাহর নামে শুরু করার বিষয়টি ইসলামের সেই মহান চিন্তা বিশ্বাসের সাথে সামঞ্জস্যশীল, যেখানে বলা হয়েছে আল্লাহই প্রথম, আল্লাহই শেষ। তিনিই যাহের তিনিই বাতেন। তাঁর নামেই সব কাজে সাহায্য চাইতে হবে। তাঁর নাম দিয়েই সব কাজ শুরু করতে হবে। প্রতিটি পদক্ষেপ রাখতে হবে তার নামেই। প্রতিটি নড়াচড়াতে তাঁর নামই হবে মোমেনের একান্ত সাথী।'

'আর রাহমান' এবং 'আর রাহীম' এই দু'টি শব্দই এমন দু'টি ব্যাপক বিশেষণের নাম যা রহমতের সবক'টি অর্থের ওপর প্রযোজ্য এবং এর সব ক'টি অবস্থাই এতে শামিল হয়ে আছে। অবশ্য এই দুটি বিশেষণে এই বিষয়টি প্রণিধানযোগ্য যে, 'রাহমান' শুধু আল্লাহ তায়ালার জন্যেই নির্দিষ্ট। অপর দিকে 'রাহীম' কোনো মানুষের ব্যাপারেও ব্যবহার করা যায়। আল্লাহর নামে শুরু করা যেমনি ইসলামী সামাজিকতার একটি গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তিমূল তেমনি রাহমান ও রাহীমের মাঝে রহমতের সব ক'টি অর্থ ও এর সবক'টি অবস্থাকে শামিল করে নেয়াও ইসলামী ঐক্যের একটি মৌলিক নীতি। এ দিয়ে আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর বান্দাহর মধ্যকার এই সম্পর্কটি নির্ণিত হয়ে যায় যে, আল্লাহ তায়ালা সর্বাবস্থায়ই দয়া ও অনুগ্রহ বর্ষণ করেন এবং বান্দাহ প্রতিটি পর্যায়ে তাঁর দয়ার ভিখারী। আল্লাহ তায়ালাই যখন 'রহমান রাহীম' তখন মানুষের জন্যে এটা জরুরী যে, সদা সে তাঁর প্রশংসায় মগ্ন থাকবে এবং এ সত্যের সে প্রকাশ্য ঘোষণা দেবে,

'আল হামদু লিল্লাহে রাব্বিল আলামীন'।

আল্লাহ তায়ালা সমগ্র বিশ্বচরাচরের মালিক এবং তিনিই এই বিশ্ব নিখিলের প্রতিপালক।

আল্লাহর প্রশংসা এমনি এক জীবনদায়ীনী অনুভূতি, যার শুধু স্মরণটুকুই মোমেনের হৃদয়ে তাঁর অনুগ্রহের বারিধারা বর্ষণ করতে থাকে। কেননা স্বয়ং মানুষের অস্তিত্বটুকু তাঁর অনুগ্রহেরই একটি দান মাত্র। এরপর প্রতিটি মুহূর্তে, প্রতিটি ক্ষণে আল্লাহর নেয়ামতসমূহ ঝরতে থাকে তা জমা হতে থাকে এবং তা সমগ্র সৃষ্টিকুল বিশেষ করে মানুষকে ছেয়ে ফেলে। এ কারণেই ইসলামী শিক্ষার একে একটি মূলনীতি হিসেবে নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে যে, সবকিছুর শুরুর প্রশংসা তাঁর সবকিছুর শেষ প্রশংসাও তাঁর।

'তিনিই হচ্ছেন আল্লাহ, তিনি ছাড়া কোনো মাবুদ নেই, তাঁর জন্যেই সকল প্রশংসা, সব কিছুর আগে এবং সব কিছুর পরেও।'

আল্লাহ তায়ালার এইসব বহুবিধ নেয়ামতর সত্তেও যখন কোনো বান্দা বলে 'আল হামদুলিল্লাহ' (সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার জন্য) তখন তার নামে এমন একটি নেকী লিখে দেয়া হয়, যা হয় অন্যান্য নেকীর তুলনায় অনেক বেশী ওযনের। সুনানে ইবনে মাজায় হযরত ওমর (রা.)-এর বর্ণনা, রাসূলে করীম (সা.) বলেছেন, এক বান্দা বললো, 'হে রব! সকল প্রশংসা